ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বুমরাহ

পৃঃ ৫

পাল্টে গেলো 'রামচন্দ্র' রণবীরের সীতা?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৫ ● কলকাতা ● ০৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'সন্দেশখালি আরএসএস-এর বাসা', বিজেপিকে দোষারোপ করে মমতার মুখে শাহজাহানের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় সন্দেশখালি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিজেপি এবং আরএসএসকেই দোষারোপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বাইরে থেকে কর্মী ঢুকিয়ে ওই এলাকায় ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি করেন তিনি।সন্দেশখালি নিয়ে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি। বিধানসভার অন্দরে হোক কিংবা রাস্তায়, পোস্টার-প্ল্যাকার্ডে প্রতিবাদ চলছে তাঁদের। গোটা পরিস্থিতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারকেই দায়ী করেছে বিজেপি। সন্দেশখালি যেতে গিয়েও তাঁরা বাধা পেয়েছে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সমগ্র ঘটনার দায় উল্টে বিজেপির ঘাড়েই চাপালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেছেন, শাহজাহানকে 'টার্গেট' করে এসেছিল ইডি। তারপর স্থানীয় এলাকাবাসীদের মধ্যে ঝামেলা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সন্দেশখালিতে এমন ঘটনা প্রথম না বলেই উল্লেখ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, "ওখানে আরএসএস-এর একটা বাসা আছে। ৭-৮ বছর আগেও ঝামেলা হয়েছিল

এরপর ৩ পাতায়

এবার মুকুল রায়কে তলব ইডি-র

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : অ্যালকেমিস্ট মামলায় এবার মুকুল রায়কে তলব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। দিল্লিতে ইডি-র দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে মুকুলকে। প্রায় ১ হাজার ৯০০ কোটির দুর্নীতি মামলায় আগেই অ্যালকেমিস্ট কর্তা কে ডি সিংহকে গ্রেফতার করেছিল ইডি. সেই মামলার তদন্তে মেলা তথ্যের ভিত্তিতে তলব করা হল মুকুলকে।ইডি সূত্রে খবর, কে ডি সিংহের সংস্থা 'অ্যালকেমিস্ট ইনফ্রা রিয়্যালিটি' লগ্নিকারীদের কাছ থেকে বেআইনি ভাবে টাকা তোলার অভিযোগ। সেই নিয়ে ২০১৬ সালে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ইডি. অভিযোগ, সেবি-র অনুতমি ছাড়াই ওই সংস্থা বিনিয়োগ কারীদের কাছ থেকে ১৯০০ কোটির বেশি টাকা তোলে। এই মামলায় আগেই একাধিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি.
সেই মামলায় ২০২১ সালের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সপুত্র জোড়াফুল পতাকা হাতে তুলে নেন। সেই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে এখনও ডামাডোল চলছে। মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। দিল্লিতে মুকুলকে তলব করায় মুখ খুলেছেন তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু রায়। তাঁর কথায়, "বাবার শরীর খারাপ। হাঁটাচলা করতে পারেন না। মনেও রাখতে পারেন না কিছু। ইডি বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে, তা করতে পারে। সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করব আমরা।" ইডি-সূত্রে খবর, অ্যালকেমিস্ট মামলায় দিল্লির সদর দফতরে তলব

এরপর ৩ পাতায়

চোপড়ায় যাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

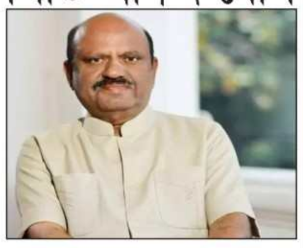

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস চোপড়ায় যাবেন। তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে কথা দিলেন রাজ্যপাল। চোপড়ায় চার শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বিএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে দল। এবার চোপরা কাণ্ড নিয়ে রাজভবনে তৃণমূল।সন্দেশখালি নিয়েও রাজ্যপালের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল প্রতিনিধি দল। একতরফা রিপোর্ট হচ্ছে। রাজ্যপাল পুলিশের থেকেও রিপোর্ট নিক। কোনও দিকে না তাকিয়ে যা করা উচিত। তেমনি রাজ্যপাল করুক। বক্তব্য প্রতিনিধি দলের। রাজ্যপাল বিষয়টি শুনেছেন রাজ্যের তরফেও রিপোর্ট নেওয়া হবে। একথা জানানো হয়েছে।
বিজেপির দুর্বৃত্তরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গণ্ডগোল করে। সেই সব বিষয়ে রাজ্যপালকে অবহিত করা হোক। এমন কথাও রাজ্যপাল বলেছেন। বক্তব্য তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

দেব, মুকুলের পর এবার মহুয়া মৈত্র, একই দিনে তিন টিএম সি নেতাকে তলব ইডির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার ইডির নজরে মহুয়া মৈত্র ।আগামী সোমবার তৃণমূল নেত্রীকে তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছিল মহুয়ার বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, সংসদে প্রশ্ন বিতর্কেই মহুয়ার বিরুদ্ধে বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।ব্যবসায়ী বন্ধুর থেকে টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড হয়েছেন মহুয়া মৈত্র। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদ। তবে এই মামলায় এখনও কোনও রায় দেয়নি শীর্ষ আদালত। তার মধ্যেই ইডির মুখোমুখি হতে হবে মহুয়াকে। ইতিমধ্যেই দেবের ইডি তলবকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে তোপ দেগেছে তৃণমূল। একই দিনে

এরপর ৩ পাতায়

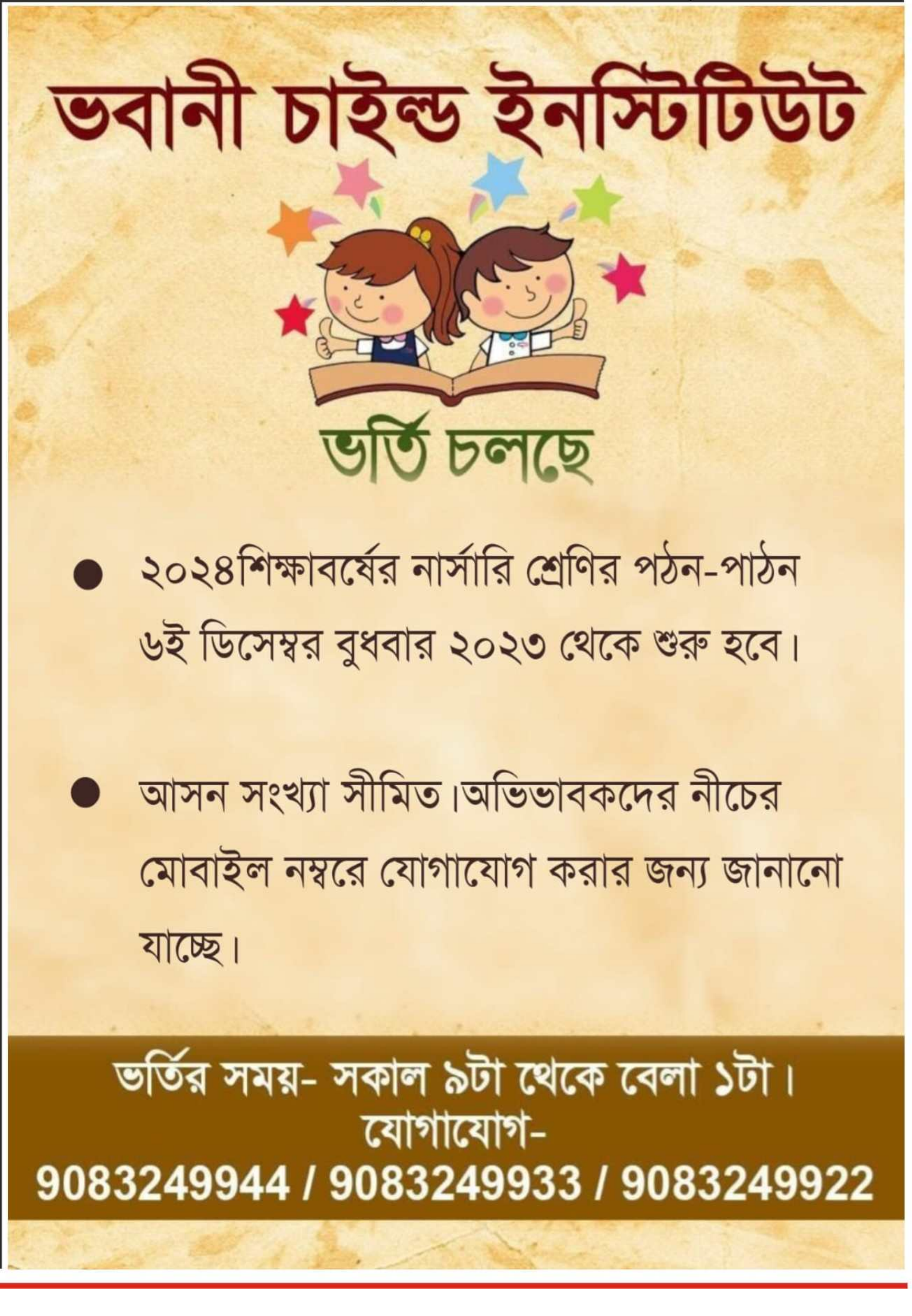

চোপড়ার ঘটনায় দোষী জওয়ানদের শাস্তির দাবি মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পরিবর্তে বিজেপির হয়ে কাজ করছে বিএসএফ! বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অধিবেশন থেকে সরাসরি এই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শুধু অভিযোগ নয়, এ ব্যাপারে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষর কাছে কিছু নথিও জমা দিয়েছেন তিনি।

ইতিমধ্যে চোপড়ায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যপালের হস্তক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। শাসকদলের প্রশ্ন, রাজ্যপাল যদি সন্দেশখালি যেতে পারেন, তাহলে বিএসএফ-এর গাফিলতিতে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় কেন তিনি যাবেন না?

এবার চোপড়া ইস্যুতে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে কোচবিহার থেকে বিএসএফ প্রসঙ্গে সীমান্তে বিশেষ ধরনের কার্ড বিলির অভিযোগ এনেছিলেন তিনি। এদিন বিধানসভা থেকে আরও গুরুতর অভিযোগ এনেছেন মুখয়মন্ত্রী। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সীমান্তে পাহারার নামে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে বিএসএফ যদি কাজ করে থাকে, তাহলে সেটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। যদিও এব্যাপারে বিএসএফের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গেরুয়া রঙের ব্যাগ নিয়ে সীমান্তে বিজেপির প্রচার করছে বিএসএফ। তোমার কাজ বর্ডার পাহারা দেওয়া, বিজেপির প্রচার করা নয়। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সেই প্রমাণ হাউসে জমা করলাম।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এজেন্সিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও বিএসএফ দিয়ে, কোথাও সিআরপিএফ দিয়ে। আমি এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি।"

এই প্রসঙ্গেই চোপড়ায় চার শিশু মৃত্যুর ঘটনারও উল্লেখ করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিএসএফের কাজ কি? বর্ডার পাহারা দেওয়া। শিশুদের জীবনের কী কোনও দাম নেই। সেই বিএসএফের আমি শাস্তি চাই, যাদের কারণে চারটি শিশু মারা গেল।"এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকেও কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলছি স্ট্রং অ্যাকশন নিতে।"

সোমবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ৪ শিশুর প্রাণহানি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ড্রেন খোঁড়ার কাজ চলছে। সোমবার সকালে জেসিবি দিয়ে চলছিল খোঁড়াখুঁড়ি। গ্রামের কচিকাঁচারা সেখানে খেলছিল। তখনই কাটা মাটির উঁচু ঢিবির তলায় বেশ কয়েকজন শিশু চাপা পড়ে যায়। তার মধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় বিএসএফ-এর গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কারণ এই ড্রেন খোঁড়ার কাজ তাঁদের উদ্যোগে হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে চোপড়ায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যপালের হস্তক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। শাসকদলের প্রশ্ন, রাজ্যপাল যদি সন্দেশখালি যেতে পারেন, তাহলে বিএসএফ-এর গাফিলতিতে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় কেন তিনি যাবেন না?

শুক্রে বিশেষ দল-সহ
বাংলা সফরে নড্ডা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে নতুন করে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। ক্রমে তা আলোড়িত করেছে জাতীয় রাজনীতিকেও। সন্দেশখালির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। সঙ্গে আনছেন বিজেপির ছয় সাংসদের দল। যাঁদের মধ্যে পাঁচ জনই মহিলা। সন্দেশখালির স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন বলে বিজেপি সূত্রের খবর।হামলা ও নিগ্রহে'র কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে সুকান্ত মজুমদার বৃহস্পতিবার প্রত্যেকটি জেলার পুলিশ সুপারের দফতরের সামনে দুপুর দু'টো থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেই কর্মসূচি শুরু করেছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। সেই আন্দোলনও 'জঙ্গি' আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্ধমানে বিক্ষোভকারীদের উপর জলকামান ছুড়েছে পুলিশ। অন্যত্রও বিক্ষোভ হয়েছে। যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সন্দেশখালির আন্দোলনকে পরিকল্পিত ভাবে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রধান বিরোধীদল। সেই সূত্রেই আসছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লাইনে আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ।বস্তুত, সন্দেশখালিকে বিজেপি ক্রমশ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের লাইনে নিয়ে যেতে চাইছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে অন্যতম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় আন্দোলন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে ততকালীন বিরোধীদের (মূলত তৃণমূল) প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গে বামদুর্গের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। গদিচ্যুত হয়েছিল বামেরা। তখন বঙ্গে বিজেপির তেমন প্রাধান্য না থাকলেও সেই ঘটনাকেই 'মডেল' হিসাবে দেখছে বিজেপি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় বিরোধী দল ছিল তৃণমূল। সন্দেশখালির

এরপর ৩ পাতায়

মালদা জেলায় চুরি ছিনতাই খুন বন্ধ করার
প্রতিবাদে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে জেলার আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মাসের পর মাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সারা জেলা জুড়ে মাদকদ্রব্য আমদানি এবং সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট স্মারকলিপি প্রদানে হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী থানা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। তারা তাদের সমস্যার কথা লিখিতভাবে জানিয়ে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে ডেপুটেশন জমা করেন।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ব্যবসায়ী সমিতির হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড়ে একত্রিত হয়। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল দেখিয়ে র‍্যালি করে। এই র‍্যালিটি হরিশ্চন্দ্রপুর ভেতর বাজার হয়ে গোটা হরিশ্চন্দ্রপুর পরিক্রমণ করে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক পর্যন্ত যায়। এদিন ডেপুটেশন জমা দেয় বেরিয়ে আসার পর হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবনকে কেডিয়া জানান বর্তমানে জেলার আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মাসের পর মাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সারা জেলা জুড়ে মাদকদ্রব্য আমদানি যেভাবে বেড়েই চলেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের ডেপুটেশন ছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর শহীদ মোড় থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক পর্যন্ত আমরা একটি বিক্ষোভ মিছিল করি। তারপর হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের যে দাবি গুলি আছে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং উক্ত দাবি গুলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার।

ঢেউচা-পাঁচামির ৬০০ জমিদাতা পাচ্ছেন চাকরি,
নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখ বীরভূম জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে ১৭ তারিখ তিনি হেলিকপ্টারে করে বোলপুরে আসবেন। সেখানে বাউল বিতান পর্যটন কেন্দ্র উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। রাতে থাকতে পারেন বোলপুরের সার্কিট হাউসে কিংবা রাঙাবিতান পর্যটন কেন্দ্রে।মুখ্যমন্ত্রী এই জেলা সফরে যে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের নজর থাকবে তার মধ্যে অন্যতম হল ঢেউচা-পাঁচামি প্রকল্পের জন্য জমিদাতা পরিবারের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া এবং ২৪'র ভোটের আগে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে মমতার বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী এই সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনে জোর ততপরতা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উদ্বোধন ও শিলান্যাস সাধন করবেন। সঙ্গে জেলাবাসীকে একাধিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবেন। তবে দলীয় সূত্রে খবর, তিনি আলাদা করে দলের জেলা কোর কমিটি ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কেষ্ট গড়ে দলের কর্মসূচি কীভাবে কোন পথে চালানো যায়, তা নিয়ে তিনি দিশা দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই বৈঠকে রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামও থাকতে পারেন বলেই জানা গিয়েছে। লোকসভা ভোটের রণকৌশল এবার কোন সুরে তিনি বাঁধেন, সেদিকেও নজর থাকবে সবার। মমতার জেলাসফরের খবরে চাঙ্গা বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুস্তরের কর্মী-

এরপর ৩ পাতায়

হঠাৎ ঝড়ের তান্ডবে
ভেঙ্গে পড়ল পূজোর প্যান্ডেল, প্রশাসনের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বাজলো বাজনা

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ আচমকা ক্ষনিকের ঘূর্ণিঝড়ে ভাঙলো বর্ধমান কালনা বৈদ্যপুর মোড়ে সরস্বতী পূজোর লাইটের গেট।ঘটনায় গুরুতর আহত সমুদ্রগড় এলাকার বাসিন্দা এক যুবতী।আহত যুবতীকে স্থানীয়রাই উদ্ধার করে নিয়ে যান কালনা মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন যুবতী। যুবতীর নাম অর্পিতা সাহা, বয়স আনুমানিক ২২। এদিন নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড় বাগাডাঙ্গার বাড়ি থেকে কালনায় গিয়েছিলেন সরস্বতী পুজোর প্রতিমা দেখতে। দুপুরের পর থেকে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে, অন্ধকার অবস্থাতেই হটাত কয়েক মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সরস্বতী পুজোর একটি গেট,ঝড়ের দাপটে পুজোর গেটটি ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। সেই সময় প্রতিমা দর্শনে গিয়ে এই বিপত্তি যুবতীর। ১০ মিনিটের ঝড়ে সমস্ত লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে কালনা শহরের ঐতিহ্যমন্ডিত মণ্ডপগুলো।

নবদ্বীপের সমস্ত বিদ্যালয়ের ঠাকুর বিসর্জন করার জন্য বের হয়েছিল । হঠাৎ দুপুরে বৃষ্টি আসার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক প্রতিমার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল, বকুল তলা উচ্চ বিদ্যালয়, নবদ্বীপ সারস্বত মন্দির বয়েজ, তারাসুন্দরী, শিক্ষা মন্দির, ঈশানি, জাতীয় বিদ্যালয় গার্লসএবং বয়েজ সমস্ত বিদ্যালয়ের ঠাকুর বিসর্জনের জন্য বের হয়। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে। নবদ্বীপের বেশ কিছু এরিয়ায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পুজোর দিন তারস্বরে ক্যাসিও বাজনা বাজিয়েছিল বারোয়ারী কমিটিগুলো । অথচ পুজোর আগের দিন পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গনে এক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। যাতে কোনরকম তারস্বরে বাজনা এবং মাইক না বাজে। দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে সরস্বতী পূজা উদযাপন হয়েছে। সরস্বতী পুজোর পরের দিনও বাজলো বেশ কিছু বারোয়ারিতে মাইক। রাত শেষ হলেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শুরু।

ক্যানসারের ভ্যাকসিন
আনছে রাশিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যানসার যে মারণ রোগ তা সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। তবে কীভাবে এই সমস্যা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে তা নিয়ে অনেকেরই কোনও ধারনা নেই। তবে এবার আশার আলো দেখছে সারা বিশ্বের মানুষ। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন

এরপর ৩ পাতায়

আবু ধাবিতে মন্দির উদ্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউএই সরকারের অর্থায়নে আবু ধাবিতে ২৭ একর জায়গার উপর নির্মিত একটি মন্দির উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দিরটির নাম বিএপিএস হিন্দু মন্দির। রাজস্থান থেকে নেওয়া গোলাপী বেলেপাথর ও সাদা রঙের ইতালিয়ান মার্বেল দিয়ে মন্দিরটি তৈরি। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।প্রায় এক লাখ ভারতীয় হিন্দু আবু ধাবিতে বসবাস করে।আবু ধাবির মন্দিরটি বিএপিএস স্বামীনারায়ণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। সংস্থাটি নিজেকে 'আধ্যাত্মিক, স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত সংঘ' বলে দাবি করে। এটির লক্ষ্য হল 'বিশ্বাস, সেবা এবং বৈশ্বিক সম্প্রীতির হিন্দু মূল্যবোধকে লালন করা।' সংস্থাটির সদর দপ্তর নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটে।বিশ্ব নেতাদের ফোরাম ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্টস সামিটে অংশ নিতে নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছেন। সফরের প্রথম দিন মঙ্গলবারে (১৩ ফেব্রুয়ারি) তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে দুই দিনের সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) যাওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে একটি মন্দির উদ্বোধন করেন। ২০১৮ সালে মোদী যখন ইউএই সফরে গিয়েছিলেন সে সময় ভারত আবু ধাবিতে ওই মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করার ঘোষণা দেয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, দুই মাসের মধ্যে ভারতে হতে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনের আগে মোদির এই মন্দিরের উদ্বোধন বিজেপি সরকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদী অ্যাজেন্ডা বৃদ্ধি করবে।ভারত এবং ইউএই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং দুই দেশের মধ্যে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। আর ইউএই সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে ভারত থেকে।

১-ম পাতার পর

এবার মুকুল রায়কে তলব ইডি-র

করা হয়েছে মুকুলকে। অ্যালকেমিস্ট মামলায় ১৯০০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই তদন্ত চলছে। আগেই গ্রেফতার হন ডিরেক্টর কে ডি সিংহ। ইডি-র দাবি, গত কয়েক মাসে তদন্তে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে। উঠে এসেছে মুকুলের নামও। তাই দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।এই মামলায় দিল্লিতে সদর দফতরে মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি. তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হবে। কিন্তু মুকুলের দিল্লি যাওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু। বাবার শরীরের কথা জানিয়ে শুভ্রাংশুর আর্জি, ইডি চাইলে কলকাতায় এসে বা বাড়িতে এসে মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। এ ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করবেন তাঁরা।

১-ম পাতার পর

দেব, মুকুলের পর এবার মহুয়া মৈত্র, একই দিনে তিন টিএম সি নেতাকে তলব ইডির

আরেক দলীয় নেত্রীকে ইডি তলবের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের এই অভিযোগ আরও জোরদার হবে বলেই মত বিশ্লেষকদের। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই একের পর এক নেতার কাছে ইডির তলব এসেছে। গরু পাচার মামলায় ইডির নোটিস পান ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব। এছাড়াও অ্যালকেমিস্ট মামলায় তলব করা হয় বিধায়ক মুকুল রায়কে। দুজনকেই দিল্লিতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি হাজিরা দিতে বলা হয়েছে দেবকে। তার পরেই তৃণমূল নেত্রী মহুয়াকে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। সূত্রের খবর, বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগেই ডেকে পাঠানো হয়েছে বহিষ্কৃত সাংসদকে। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লিতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

চোপড়ায় যাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

প্রতিনিধি দলের।রাজ্য সন্দেশখালি ইস্যুতে ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কাঠগড়ায়।চোপড়ার ঘটনার পর এবার কেন্দ্রের বিজেপির দিকে পাল্টা বক্তব্য রাখতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিএসএফের জন্যই চার শিশু মারা গিয়েছে। এমনই অভিযোগ করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্যপাল সন্দেশখালি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। দিল্লিতে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে খবর। কিন্তু তিনি চোপড়াতে গেলেন না। কেন তিনি চোপড়া যাচ্ছেন না? তাই নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিল তৃণমূল। রাজ্যপাল কি বিজেপির হয়ে বক্তব্য রাখছেন? সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছিল।

বৃহস্পতিবার বেলায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল রাজভবনে পৌঁছায়। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, গৌতম দেব সহ নয় জনের প্রতিনিধি দল রাজভবনে যান। রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন। তৃণমূল প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

২ পাতার পর

ঢেউচা-পাঁচামির ৬০০ জমিদাতা পাচ্ছেন চাকরি, নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

সমর্থকরা।তাঁদের আশা প্রশাসনিক সভার পাশাপাশি তিনি দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের আলাদা করে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেবেন। মমতার দেখানো পথেই ভোটের প্রচার, কর্মসূচিগুলি হবে।পরেরদিন অর্থাত ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সভা করবেন জেলা সদর সিউড়ির বুকে। সেখানকার চাঁদমারি মাঠে তিনি সরকারি পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি জয়দেবে অজয় নদের ওপর নির্মীত নয়া সেতুর উদ্বোধন করবেন। একই সঙ্গে এই সভা থেকে ঢেউচা-পাঁচামির কয়লা উত্তোলন শিল্পের জন্য জমিদাতা ৬০০টি পরিবারের ১জন করে সদস্যের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। একই সঙ্গে থাকছে জেলার একগুচ্ছ প্রকল্পের শিল্যানাস ও উদ্বোধন। সূত্রের খবর কেষ্ট থুড়ি অনুব্রত মণ্ডল হীন বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন দলনেত্রী।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বেড়েছে, বাংলার কত মহিলা পাবেন এই ভাতা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জনকল্যাণকারী প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প। বাংলার সব মহিলাই যাতে 'হাত খরচের' টাকা পেতে পারেন সেই জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এ বছর বাংলার কত মহিলা এই সরকারি ভাতা পাবেন, তার

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

'সন্দেশখালি আরএসএস-এর বাসা', বিজেপিকে দোষারোপ করে মমতার মুখে শাহজাহানের নাম

ওখানে। কতগুলি ঝামেলার জায়গার মধ্যে ওটাও একটি।" আগের গন্ডগোলের সময়ে সরকারের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাই পরিস্থিতি খারাপ হয়নি। কিন্তু বিজেপির অনেক পরিকল্পনা ছিল বলেও অভিযোগ করেন মমতা।

সন্দেশখালিতে এমন ঘটনা প্রথম না বলেই উল্লেখ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, "ওখানে আরএসএস-এর একটা বাসা আছে। ৭-৮ বছর আগেও ঝামেলা হয়েছিল ওখানে। কতগুলি ঝামেলার জায়গার মধ্যে ওটাও একটি।" আগের গন্ডগোলের সময়ে সরকারের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাই পরিস্থিতি খারাপ হয়নি। কিন্তু বিজেপির অনেক পরিকল্পনা ছিল বলেও অভিযোগ করেন মমতা।

যে ঘটনা সন্দেশখালিতে ঘটছে তার জন্য যে পুরোপুরি বিজেপি দায়ী সেটা স্পষ্ট বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, মুখে মাস্ক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিজেপির লোক। যদিও রাজ্য প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে আরও একবার জানান তিনি। বলেন, ১৭ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের মহিলা টিম আছে। প্রতিটা ঘরে ঘরে তাঁরা যাচ্ছেন। কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধান হবে। মমতার কথায়, "আমি জীবনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না।"রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শাহজাহানের খোঁজে এসেছিল ইডি। তবে তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা। উল্টে শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে হেনস্থা হতে হয় ইডি আধিকারিকদের। সেই ঘটনার পর থেকেই ফেরার শাহজাহান। তাঁর দুই অনুগামী শিবু হাজরা এবং উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধেও স্থানীয়দের ক্ষোভের অন্ত নেই। উত্তম বর্তমানে গ্রেফতার হয়েছেন, কিন্তু বাকিদের কোনও খোঁজ মেলেনি। এদিকে, বুধবার টিভি চ্যানেলে সাক্ষাতকার দিতে দেখা গেছে শিবু হাজরাকে।

২ পাতার পর

শুক্রে বিশেষ দল-সহ বাংলা সফরে নড্ডা

সময়ে বিজেপি। গত দু'দিন ধরে বার বার সন্দেশখালি প্রবেশের 'ব্যর্থ চেষ্টা' করেছেন বিজেপি নেতারা। বার বার পুলিশি বাধার মুখে পড়েছেন। রাস্তায় ধর্নায় বসেছেন। তবু হাল ছাড়ছেন না। যেমনটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় করেছিলেন ততকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের অন্যান্য নেতা।দিল্লি থেকেও সন্দেশখালি নিয়ে আগে সরব হয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সন্দেশখালিকাণ্ডে মুখ খুলেছিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তৃণমূল সরকারের দিকে তোপ দেগেছিলেন তিনি। যা নিয়ে তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন অধুনা বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এ বার খোদ নড্ডার নেতৃত্বেই সরাসরি সন্দেশখালি পরিদর্শনে আসছে বিজেপির কেন্দ্রীয় দল। যা থেকে স্পষ্ট যে, লোকসভা ভোটের আগে সন্দেশখালি নিয়ে আটঘাট বেঁধে মাঠে নামতে চাইছে বিজেপি।যদিও সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির জঙ্গি আন্দোলনকে বিশেষ আমল দিতে রাজি নয় রাজ্যের শাসক শিবির। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তোলা বিজেপির অভিযোগ 'বঙ্গবিরোধী প্রচার' বলেও দাবি তৃণমূলের। তবে সন্দেশখালিকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লাইনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে 'মারাত্মক' আখ্যা দিয়েছেন শাসকদলের রাজ্য সম্পাদক তথা অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে একটি অডিয়ো ক্লিপিং (তবে তার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন) উল্লেখ করে কুণাল ওই কথা বলেছেন। যেখানে অগ্নিমিত্রার মতো কণ্ঠস্বরে এক মহিলা বলছেন, তাঁরা নিশ্চিত ভাবেই সন্দেশখালির আন্দোলনকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মতো করে তুলতে চাইবেন বা চাইছেন।বস্তুত, এতে অন্যায়েরও কিছু দেখছে না বিজেপি। তাদের বক্তব্য, বিরোধীদলের কর্তব্যই হল আন্দোলন করা। তাদের পাল্টা প্রশ্ন, মমতা যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন করেছিলেন, তখন কি তৃণমূলের মুখপাত্র বা কোনও নেতা 'মারাত্মক' বলে শিউরে উঠেছিলেন?সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনায় অবশ্য অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের সুর চড়াতে শুরু করেছে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই। তবে সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপি 'অতি সক্রিয়'। গত দু'দিন ধরে রাজ্য বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিধায়কদের বার বার সন্দেশখালিতে প্রবেশের চেষ্টা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং জঙ্গি আন্দোলন দেখে তেমনই মনে করা হচ্ছে। নড্ডার সফরের মাধ্যমে জাতীয় স্তরেও সন্দেশখালির বিষয়টি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব। নির্দিষ্ট একটি পরিধিতে বেঁধে না-রেখে প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে সন্দেশখালির আন্দোলনকে 'জঙ্গি' আন্দোলনে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি। যা বোঝা গিয়েছে বুধবার সন্দেশখালি অভিযানে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পুলিশের গাড়ির বনেটের উপর উঠে পড়েছিলেন!

২ পাতার পর

ক্যানসারের ভ্যাকসিন আনছে রাশিয়া

রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরির কাছাকাছি পৌঁছেছেন।অনেক দেশ ও কোম্পানি ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে। গত বছর যুক্তরাজ্যের সরকার জার্মানি ভিত্তিক বায়োএনটেকের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০০০ রোগীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মানুষের কাছে ক্যান্সারের চিকিতসা প্রদানের জন্য ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালু করেছে।বুধবার তিনি বলেছেন, 'আমরা নতুন প্রজন্মের ক্যানসার ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোমোডুলেটরি ওষুধ তৈরির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি'।

ভবিষ্যতের প্রযুক্তির ওপর আয়োজিত মস্কো ফোরামে বক্তৃতা দেওয়ার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমি আশা করি, শিগগিরই এই টিকা কার্যকরভাবে রোগীদের চিকিৎসা থেরাপির পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হবে।'

অবশ্য প্রস্তাবিত ভ্যাকসিনগুলো ঠিক কোন ধরনের ক্যানসারকে লক্ষ্য করে চিকিৎসার কাজ করবে বা কীভাবে সেটি হবে তা নির্দিষ্ট করেননি পুতিন।

রয়টার্স বলছে, রাশিয়া ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশ ও কোম্পানি ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে। গত বছর যুক্তরাজ্য সরকার 'ব্যক্তিগত ক্যানসার চিকিৎসা' প্রদান করতে ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালু করার জন্য জার্মান-ভিত্তিক বায়োএনটেকের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশটি এই কাজে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার রোগীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

এছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মডার্না এবং মেরর্ক অ্যান্ড কোম্পানিও একটি পরীক্ষামূলক ক্যানসারের ভ্যাকসিন তৈরি করছে। এই টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে মধ্য-পর্যায়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মেলানোমায় আক্রান্ত রোগীদের তিন বছরের চিকিৎসার পর ফের এই রোগের পুনরাবৃত্তি বা মৃত্যুর সম্ভাবনা অর্ধেক কমে গেছে। মূলত মেলানোমা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ত্বকের ক্যানসার।

পাকিস্তানে ফের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শাহবাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানে ভোটের আগের অঙ্ক মেলেনি সেনা বাহিনীর। ভোট পরবর্তী অঙ্কও মিলছে না। পরিস্থিতি গোলমেলে আঁচ করে তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ক্ষমতার দৌড় থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছেন। ভাই শাহবাজ শফিককে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি।তবে পাক রাজনীতির অচলাবস্থার সুযোগে দ্বিতীয়বারের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছেন আসিফ আলি জারদারি। বিলাবলের বাবা, তথা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর স্বামী জারদারি পাকিস্তানের ধনীদের অন্যতম। এর আগে এক দফা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি পিপিপি-র কো চেয়ারম্যান। পিপিপি'র সমর্থনের বিনিময়ে জারদারিকে রাষ্ট্রপতি পদে মেনে নিয়েছে নওয়াজের দল। বর্তমান রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভির আগামী মাসে অবসর নেওয়ার কথা।সব কিছু ঠিকঠাক চললে শাহবাজ দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন। ২০২২-এ ইমরানকে হঠিয়ে তিনি বছর দেড়েকের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

যদিও পাকিস্তানের সেনা কর্তারা নওয়াজকেই চতুর্থবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে পেতে চেয়েছিলেন। যেমন, সেনা বাহিনী প্রত্যাশা করেছিল জেলবন্দি ইমরান খানের দল ভোটের বাক্সে সুবিধা করতে পারবে না। সেনার অঙ্ক উল্টে দিয়ে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফই সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। তবে সরকার গড়ার ম্যাজিক নম্বর না পাওয়ায় তারা ক্ষমতায় আসতে পারছে না। কোনও দলই সেই সংখ্যা না পাওয়ায় শেষে পাক রাজনীতিতে বিবদমান দুই দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ) এবং পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিপিপি) সরকার গড়তে হাত মিলিয়েছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কিছু ছোট দল এবং ইমরান সমর্থক কিছু নির্দল প্রার্থী। সব মিলিয়ে কোনওরকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্ক মিলিয়ে নিয়েছে নওয়াজের দল।

তবে আশ্চর্যের হল ভোটের আগে যে দুই জাতীয় নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ভাবা হয়েছিল তাঁরা দু'জনেই সরে দাঁড়িয়েছেন। পিপিপি প্রধান বিলাবল জারদারি আগেই ঘোষণা করেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। তাঁর দলও মন্ত্রিসভায় শামিল হবে না। নওয়াজের পার্টিকে বাইরে থেকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন জোগাবে। প্রধানমন্ত্রী হতে নিজের অসম্মতির কথা জানিয়েছেন নওয়াজও। যদিও পাক জনতার অভিজ্ঞতা হল, শাহবাজ পকেট থেকে কলম বের করার আগে দাদার সঙ্গে আলোচনা সেরে নেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৪৫ সংখ্যা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার, ০৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বেড়েছে, বাংলার কত মহিলা পাবেন এই ভাতা?

হিসেব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগেই এ বছরের রাজ্য বাজেটে এবার এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিরাট ঘোষণা করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়। যার ফলে ১০০০ টাকা করে পাবেন মহিলারা। অন্যদিকে জনজাতি মহিলাদের জন্য ভাতা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২০০ টাকা। আগামী মে মাস থেকে নতুন বাড়ানো ভাতা পাবেন মহিলারা।

সম্প্রতি রাজ্যে আরেক দফা 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প হয়েছে। এই ক্যাম্পেও অনেকেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পর জন্য আবেদন করেছেন। এই সঙ্গেই বার্ধক্য ভাতার জন্যও আবেদন গ্রহণ করা হয়। তবে এখনও হাতে টাকা পাননি তাঁরা। দুর্গাপূজার আগেই তাঁদের জন্য সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢুকবে।এ বছর ভাতা বাড়ার পাশাপাশি উপভোক্তাও বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বেড়ে হল দুই কোটি ১৩ লক্ষ'। ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার রয়েছেন একশো দিনের কাজে জব কার্ড হোল্ডার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্পের ফলে প্রতিমাসেই ৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন রাজ্যের মহিলারা। সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে এই টাকা। রাজ্যের প্রায় ২ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের জন্য নাম লিখিয়েছিলেন। এবার সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

সম্পাদকীয়

মার্চ মাসে ১০০ দিনের মজুরি, মে মাসে আবাসের টাকা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কথা দিয়েছিলেন ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করেও মজুরি না পাওয়া বাংলার ২১ লক্ষ মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য মজুরির টাকা দিয়ে দেবেন। সেই ঘোষণা মোতাবেক রাজ্য বাজেটে সেই খাতে ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জনানো হয়।একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্তড়ী গ্রামীণ আবাস যোজনার খাতে বাংলার যে ১১ লক্ষ পরিবারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় উঠেছিল তাঁদের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার বাড়ি বানাবার জন্য টাকা দেয় কিনা তা দেখার জন্য রাজ্য সরকার আরও ২ মাস অপেক্ষা করবে। এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্র সরকার সেই টাকা না দিলে মে মাস থেকে রাজ্য সরকারই দফায় দফায় ওই টাকা রাজ্যের তরফেই ওই ১১ লক্ষ পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদিও প্রশ্ন থাকছে মে মাসে যখন লোকসভা নির্বাচন চলবে তখন কী রাজ্য সরকার এই টাকা পাঠাতে পারবে? নাকি নির্বাচন শেষ হলে তবেই রাজ্য টাকা দিতে পারবে!কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সেই রাজ্য বাজেটের বিতর্কে অংশ নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ১০০ দিনের কাজের মজুরি মিলবে ১ মার্চ থেকে। একই সঙ্গে তিনি এটাও জানিয়েছেন বাংলার যে ১১ লক্ষ মানুষের নাম কেন্দ্রের আবাস যোজনা প্রকল্পের মধ্যে ওঠার পরেও কেন্দ্রের তরফে টাকা দেওয়া হয়নি তাঁদেরও রাজ্য সরকার বাড়ি বানানোর জন্য টাকা দেবে আগামী মে মাস থেকে। দফায় দফায় সেই টাকা দেওয়া হবে।মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, ১ ফেব্রুয়ারির বদলে ১ মার্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া হবে। কেননা হিসাব করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে ২১ লক্ষ মানুষ তাঁদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হননি। সংখ্যাটা আরও বেশি। তাই সমীক্ষা চালানোর পরে দেখা যাচ্ছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করেও মজুরি না পাওয়া মানুষের সংখ্যা এই রাজ্যে প্রায় ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার। ফলে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাই ২১ ফেব্রুয়ারির বদলে ১ মার্চে টাকা দেবে রাজ্য। যদিও মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাননি যে বাড়তি সাড়ে ৩ লক্ষ মানুষের মজুরির জন্য যে অতিরিক্ত টাকা লাগবে তা কোথা থেকে বরাদ্দ করা হবে এবং ঠিক কত টাকা তার জন্য বরাদ্দ করা হবে। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে, রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর বাজেট বিতর্কের জবাবী ভাষণে এই বিষয়ে উল্লেখ করলেও করতে পারেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও!আজকের দিনে যেমন বিভিন্ন কলোনি ও রাস্তার নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মুনিঋষি কবিদের নাম থাকে। তৎকালীনযুগে দেবী সরস্বতী নামে একটি নদীর বহন করে চলেছিল পৃথিবীর বুকে। আমরা ছোটবেলায় মা-বাবার কাছে থেকে শুনতাম পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পাওয়া আর সরস্বতী পুজোর মধ্যে অদ্ভুত একটা যোগ ছিল। স্কুলে পড়ার সময় সকলের কাছেই সরস্বতী পুজো ছিল ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। সারা বছর মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, তার জন্য আশীর্বাদটুকু মা সরস্বতীর থেকে আদায় না করলে হয়! ফলে সক্কাল-সক্কাল ঘুম থেকে উঠে, স্নান সেরে অঞ্জলিটা একদম বাঁধা থাকত। মনে থাকত হালকা ভয়, কী জানি, যদি অঞ্জলি মিস হয়ে যায়, ঠাকুর তো তা হলে ৬পাপ্প দেবেন। আর ওই পাপের ফলে, কে বলতে পারে পরীক্ষার খাতাতেই হয়তো রেগেমেগে... নাহ থাক,প্রথম থেকে আমি জীবনে একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি। মানুষকে নম্র এবং ভদ্র এবং সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত অবলম্বন করতে গিয়ে, ধর্ম বলে একটি শব্দ কে সামনে রেখে বেঁধে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন নীতি। ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব ধরে রাখার বিষয়বস্তু, ধর্মের মধ্যে মানুষের উন্নতির পথ ও চলার পথে ভাবমূর্তি তৈরি করে । রাজনীতি নয় ধর্ম নিয়ে গরামি নয়, ধর্ম নিয়ে নৈতিকতার জীবনে মানুষের চলার মূল চাবিকাঠির নাম হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের সম্প্রীতি বোঝাই করে যে দেবী তিনি হচ্ছেন সরস্বতী। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। সরস্বতী হলেন-জ্ঞান, বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শুদ্ধতার দেবী। সৌম্যাবয়ব, শুভ্র বসন, হংস-সংবলিত, পুস্তক ও বীণা ধারিণী এই দেবী বাঙালির মানসলোকে এমন এক প্রতিমূর্তিতে বিরাজিত, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই, নেই অজ্ঞানতা বা সংস্কারের কালো ছায়া। সরস্বতী দেবীকে হিন্দুরা পূজা করলেও সে কারণেই সব বাঙালির কাছে 'বিদ্যা' নামক অব্যাখ্যাত শব্দটির প্রতীক এই সরস্বতী।আজও কথিত প্রচলন আছে,পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে। পূজার পরে দোয়াত-কলম পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রের পূজারও প্রচলন আছে। এ দিনেই অনেকের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়াটা খুব জনপ্রিয়। আর যেহেতু সরস্বতী বিদ্যার দেবী তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ উৎসব অনেক বড় করে পালিত হয়। আর সেখানে দল বেঁধে অঞ্জলি দেয় শিক্ষার্থীরা। মানুষের ভেতরের পশুকে নিবৃত্ত করে জ্ঞান দান করেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী। মা সরস্বতীর জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী, ললিতকলার দেবী। তাই রবীন্দ্রনাথের সময়ে সরস্বতীর দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে সরস্বতী পুজো উৎসব আকারে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের "পুরষ্কার" কবিতায় আবেগঘনভাবে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, নেপাল ও বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। বৌদ্ধ ও পশ্চিম ও মধ্য সরস্বতী পূজা হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম বড় পূজা ও সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম প্রচলিত পূজা। আমি যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯ ২০-রা পা রেখেছিলাম কলেজ র-দুনিয়ায়। সরস্বতী পুজোর মানেও তখন বদলেছে অনেকটা। পুজো মানে এখন সকালে ওঠা, নিয়ম মেনে অঞ্জলি দেওয়া তো আছেই, তবে তার সঙ্গেই এখন যুক্ত হয়েছে আরও একটা জিনিস্র সরস্বতী পুজো মানে কিন্তু এখন বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-ও। যতই ১৪ ফেব্রুয়ারি হোক না কেন, সরস্বতী পুজোর দিন শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে হাত ধরে প্রেম করার স্বাদই কিন্তু আলাদা!তবে আজকের লেখায় রইল দেবী সরস্বতীকে নিয়ে নানা জানা-অজানা তথ্যের সন্ধান।বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে আমি সংগৃহীত করেছিলাম। সরস্বতী পূজার একটি শাস্ত্রীয় দিক আছে। পুরাণে সরস্বতী দেবীর উদ্ভব নিয়েও আছে বিশেষ উল্লেখ। ঋকবেদের দশম মণ্ডলে ঋষি মধুছন্দা গায়ত্রী ছন্দে সরস্বতী দেবীকে বন্দনা করেছেন গতিময় জীবন প্রত্যাশা করে। সংস্কৃত 'সরস' হলো পূর্ণতাপ্রদাত্রী বা জ্যোতির্ময়ী বা ঐশ্বর্যময়ী। আবার 'সরস' অর্থ জল বা জীবনের প্রশান্তি। উভয় অর্থেই (সরস+বতী) সরস্বতী হলেন আলোকিত জীবনময়তার প্রতীক। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এ দেবীর পূজা হয়। দেবীর সঙ্গে থাকা হংস, সেখানে কর্দমজল রূপী পাপ অধিষ্ঠান করতে পারে নাথ পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। এ-ও মনে করেন অনেক পণ্ডিত, সরস্বতীর কাছেই মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠ নিতে হবে। তাঁর এক হাতে বীণা (এ কারণেই তিনি বীণাপাণি), অন্য হাতে জ্ঞানের আধার গ্রন্থ; সংস্কৃতি আর শিক্ষা কীভাবেই-না একীভূত হয়েছে!তবেই

বর্তমানের যে কোনো ধর্মের ছাত্রছাত্রীর প্রতিবেশীর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা করলেই প্রভেদটি স্পষ্ট হবে। বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বহুধর্ম ও বহুমতের সমন্বয়ে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়া যতই প্রচার করুক না কেন, এই বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ বাঙালিরা স্বীকার ও গ্রহণ করেছে তাদের আগেই। বাঙালি সংস্কৃতির মূলে রয়েছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র সুর। আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হলে এক ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং এ থেকেই জন্ম নেয় ধর্মীয় মৌলবাদ। এটা ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়, ধীরে ধীরে এটা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকিও। সরস্বতী পূজাকে তাই আমি শুধুই দেবীর আরাধনা হিসেবে দেখতে চাই না; দেখি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তঃধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ও সম্প্রীতি শিক্ষার অনুষ্ঠান হিসেবে। এদিকে সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যাদেবী বা সরস্বতী দেবীকেই পূজা করে থাকে। দেবীর এক হাতে বীণা থাকার কারণে, এটিকে সংগীত দেবী বা বীণাপাণিও বলে থাকে। শাস্ত্রমতে সরস্বতী শব্দটির অর্থ৬সতত রসে সমৃদ্ধ্ব। তিনি শুক্লবর্ণা, শুভ্র হংস বাহনা। ৬বীণা-রঞ্জিত পুস্তক হস্তে২ অর্থাৎ এক হাতে বীণা ও অন্য হাতে পুস্তক।সেগুলোর রহস্য তথা যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করেই, সরস্বতী দেবীকে পূজা করা হয়। নয়তো পূজার্চনা যতই হোক না কেন, তা অর্থহীন হয়েই থেকে যায়। শিক্ষার্থীরা দেবী সরস্বতীর পূজা বেশি করে থেকে এবং প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরস্বতী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সরস্বতী পূজার দিনেই অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারের শিশুদের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। এই নিয়মটি প্রাচীন আমলেও ছিল, এখনো আছে।তাই সরস্বতী পূজা শুধু শিক্ষার্থী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সরস্বতী দেবী বা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আমি মোটেও আবেদনময়ী নই: ম্রুণাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তারকা সন্তান ছাড়া বলিউডে পথচলা নবাগত যে কারও জন্যই খুব কঠিন। বিশেষ করে অভিনেত্রীদের মুখোমুখি হতে হয় নানা সমস্যার। কাস্টিং কাউচ থেকে শুরু করে বডি শেমিং বিভিন্ন সময় শিকার হতে হয় কটাক্ষের। তোষামোদ নয়তো প্রেমের অভিনয় দিয়ে ক্ষমতাধরদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। শুধু প্রতিভার ওপর আস্থা রেখে অভিনয় ক্যারিয়ার টিকিয়ে রাখা সহজ নয় বলেই এমনটি করতে হয়। অভিনীত কোনো সিনেমা বড় রকমের বাণিজ্যিক সাফল্য পেলেই পথচলা খানিকটা মসৃণ হয়ে যায়। নইলে বলিউডে নিজের অবস্থান পোক্ত করা অনেকের জন্যই চ্যালেঞ্জিং।

বলিউডের এমন বাস্তবতাই এবার উঠে এলো অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুরের কথায়; যিনি 'লাভ সোনিয়ে' থেকে শুরু করে 'সুপার থার্টি', 'বাটলা হাউস', 'জার্সি', 'পিপ্পা'সহ আরও বেশকিছু বলিউড সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কেড়েছেন। দিন দিন তাঁর সিনেমার সংখ্যা বাড়লেও শুরুর পথচলা মোটেও সহজ ছিল না।

এ নিয়ে সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে ম্রুণাল বলেছেন, 'মারাঠি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয়ে অভিষেক হলেও আমি সব সময় চেয়েছি বলিউডের হিন্দি ছবিতে কাজ করতে। সে কারণেই কয়েকজন নির্মাতাকে অনুরোধও করেছিলাম। কিন্তু সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যে বডি শেমিংয়ের শিকার হবো, কাজের বদলে জুটবে কটাক্ষ তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এক নির্মাতা তো সরাসরি বলেই দিয়েছিলেন, আমি মোটেও আবেদনময়ী নই। তাদের জন্য সেই অভিনেত্রী প্রয়োজন, যে আবেদনময়ী। এ কথার জবাবে আমি বলেছিলাম, শুধু জীবন্ত নয়, আমার শরীরের মৃত কোষগুলোও আবেদনময়ী - যা দেখার দৃষ্টি সবার নেই। আমিও সেটি সব সময় দেখাতে চাই না। ন্যাচারাল থাকতেই পছন্দ করি, যাতে পরিচালক আমাকে যে কোনো চরিত্রের জন্য ভাবতে পারেন।'

তিনি আরও বলেন, 'অভিনয়ের জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও কোনো অপ্রীতিকর বিষয়কে সমর্থন করিনি। অংশ নিইনি শীর্ষ তারকা হওয়ার দৌড়ে। দর্শক যদি অভিনয়ের জন্যই আমাকে ভালোবাসেন, তখন অভিনয়ের দিকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। কবে কে আমাকে গেঁয়ো ভূত, নন-গ্ল্যামার কিংবা আবেদনহীন বলেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখেই ভালো কিছু কাজ করে যেতে চাই।'

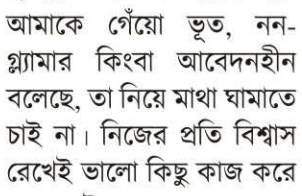

গেরুয়া শিবিরের হয়ে মাঠে নামবেন? জবাবে যা বললেন কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত, বলিউড হিসেবে কুইন খ্যাত তিনি। ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিজেপির কড়া সমর্থক স্পষ্টভাষী এই অভিনেত্রী। আর এ কারণে রিল থেকে রিয়েল লাইফে বেশি আলোচিত তিনি।

বিভিন্ন সময় প্রকাশ্যে বিজেপি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে অবস্থান নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন কঙ্গনা। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু নিয়েও মন্তব্য করে সব সময়ই আলোচনায় থাকেন তিনি।

কয়েক বছর ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে- রাজনীতিতে যোগ দেবেন কঙ্গনা। কিন্তু গেরুয়া শিবিরের স্বঘোষিত সমর্থক হয়েও এখনও পর্যন্ত রাজনীতির ময়দানে তাকে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। সামাজিক মাধ্যমে তার রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

এদিকে গত বছরের নভেম্বরে অযোধ্যায় গিয়ে কঙ্গনা জানিয়েছিলেন 'কৃষ্ণের আশীর্বাদ থাকলে লোকসভায় লড়ব'।

সম্প্রতি 'রাজাকার: সাইলেন্ট জেনোসাইড অব হায়দরাবাদ' সিনেমার ট্রেলার লঞ্চে হাজির হয়েছিলেন কঙ্গনা রানাউত। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন তিনি। এ সময় রাজনীতি নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও বার্তা দিয়ে রেখেছেন এই অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, "আমি ইমার্জেন্সি নামে একটা সিনেমা করেছি মাত্র। আর সেই ছবিটা দেখার পর আমার মনে হয় না কেউ আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইবেন।"

২০২০ সালে বিএমসির সঙ্গে আইনি জটিলতার পরই মোদী সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াই-প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেয়েছেন কঙ্গনা। একাধিকবার জনসমক্ষে বিজেপির হয়ে বড় গলায় কথা বলতে দেখা গেছে তাকে। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদীকে 'আধুনিক ভারতের বিশ্বকর্মা' বলেও প্রশংসা করেছেন তিনি। রামমন্দির উদ্বোধনের সময়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কঙ্গনা।

কেমন আছেন মিঠুন চক্রবর্তী, জানালেন সোহম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুটিং সেটে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন খ্যাতিমান ভারতীয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। জানা গেছে, তিনি সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় কথা বলেছেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

জানা গেছে, শনিবার সকালে 'শাস্ত্রী' সিনেমার শুটিং চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা। সেই সময় সেটে উপস্থিত ছিলেন সিনেমার আরেক অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে মিঠুনকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল থেকে সোহম জানান, মিঠুন চক্রবর্তী ভালো আছেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এখন।

এদিন সকালে চলছিল 'শাস্ত্রী' সিনেমার শুটিং। যে সিনেমায় বহুদিন বাদে দেবশ্রী-মিঠুন জুটিকে দেখা যাবে। তৃণমূল বিধায়ক অর্থাৎ অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী 'শাস্ত্রী'র প্রযোজক। এছাড়া তিনি নিজেও অভিনয় করছেন সিনেমাটিতে। জানা যায়, অসুস্থ বোধ করায় মিঠুন চক্রবর্তীকে সকাল ৯টা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে যান তৃণমূল সোহম। এরপর এমআরআই করা হয় এই অভিনেতার।

হাসপাতাল সূত্রে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, আপাতত মিঠুন চক্রবর্তীর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই, ওষুধ দিয়ে অভিনেতাকে সুস্থ করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা। ডা. সঞ্জয় ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে গঠন করা হয়েছে একটি মেডিকেল বোর্ডও। সুস্থ হয়ে মিঠুন যেন দ্রুত সেটে ফিরতে পারেন, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন 'শাস্ত্রী'র ইউনিট।

শুরার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য নিয়ে মুখ খুললেন আরবাজ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী মালাইকা আরোরার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর মেকআপ আর্টিস্ট শুরা খানের গলায় মালা দিয়েছেন বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান। গত বছরের শেষের দিকে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রেখেছেন তারা।

বিয়ের পর থেকেই বেশ খোশমেজাজে রয়েছেন সালমান খানের বড় ভাই। স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনও সেরে এসেছেন এই অভিনেতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আরবাজ বলেছেন, শুরা খানকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত তিনি। আরবাজের কথায়, 'শুরা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। তাই বলে, তার বয়স ১৬ বছর এমনও নয়। আমরা একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। বয়সের পার্থক্য থাকলেও মানসিক দিক থেকে আমরা একে অন্যের বেশ কাছাকাছি। দু'জন দু'জনকে বুঝতে কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি।'

২০২২ সালে একটি সিনেমার শুটিং সেটে আরবাজের সঙ্গে পরিচয় হয় শুরা খানের। এরপর শুটিংয়ের বাইরেও দেখা করেন দু'জনে। সেখান থেকে জড়ান প্রেমের সম্পর্কে। প্রায় দুই বছরের প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এই জুটি।

তৈমুর বড় হয়ে কী হতে চায়, জানালেন সাইফ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি সাইফ আলি খান এবং কারিনা কাপুরের দুই সন্তান তৈমুর এবং জেহ। সাইফ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি চান তার ছেলে-মেয়েও বলিউডের গ্ল্যামার জগতে কাজ করুক। যদিও ছোট ছেলে তৈমুরকে নিয়ে সম্প্রতি অন্য কথা জানিয়েছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তৈমুর প্রসঙ্গে সাইফ জানিয়েছেন, বলিউডের গ্ল্যামারের নয় বরং তৈমুরের পছন্দ একটু আলাদা। খেলা আর মিউজিকের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তার। তৈমুর লিড গিটারিস্ট বা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হতে চায়। তার ইচ্ছা আর্জেন্টিনায় গিয়ে ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার।

কারিনা বলেন, 'তৈমুর মনে হয় না অভিনয় করতে চায়'। তখন সাইফ তৎক্ষণাৎ বলেন, 'ও ফুটবল প্লেয়ার হতে চায়। তবে গিটার বাজানোর প্রতিও ঝোঁক রয়েছে'। এরপরই কারিনা ফাঁস করলেন, 'লিওনেল মেসি হতে চায় তৈমুর'। তখনই স্ত্রীয়ের কথায় সায় দিয়ে সাইফ জানান, 'ও তো চায় আর্জেন্টিনা চলে যেতে। যাতে মেসির মতো ভালো ফুটবলার হতে পারে।'

সাইফ আলি খানের মোট চার সন্তান। তার প্রথম পক্ষে স্ত্রী অমৃতা সিং এবং তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সারা আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খান হলেন তাদের সন্তান। অন্যদিকে, কারিনা এবং সাইফের দুই ছেলে হলো তৈমুর এবং জেহ।

স্ত্রীকে নিয়ে বাবার বিরূপ মন্তব্যের জবাব দিলেন জাদেজা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজা ও তার স্ত্রী রিভাবাকে নিয়ে পারিবারিক কলহের কথা সামনে আনলেন জাদেজার বাবা অনিরুদ্ধসিং জাদেজার। সম্প্রতি গুজরাটি সংবাদমাধ্যম 'দিব্য ভাস্কর'-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রথম বিষয়টি সামনে আনেন অনিরুদ্ধসিং। যা নিয়ে পরে ভারতের অন্যান্য সংবাদমাধ্যমও প্রতিবেদন করেছে। তাই মুখ খুলতে অনেকটা বাধ্যই হয়েছেন জাদেজা। ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা তার বাবার সমালোচনা করে একটি পোস্ট করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (এক্স)।

এর আগে সাক্ষাৎকারে অনিরুদ্ধসিং বলেন, 'রবীন্দ্র এবং তার স্ত্রী রিভাবার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তাদের কল (ফোন) দিই না, তারাও আমাদের কল (ফোন) দেয় না। তাদের বিয়ের দুই থেকে তিন মাস পরই সমস্যার সূত্রপাত। এখন আমি জামনগরে একাই থাকি। আর রবীন্দ্র আলাদা বাংলোয় থাকে। একই শহরে থাকলেও আমাদের দেখা হয় না। তার স্ত্রী তাকে কী জাদু করেছে আমি জানি না।'

তিনি আরও বলেন, 'সে (জাদেজা) আমার ছেলে আর এ ব্যাপারটাই আমাকে পোড়ায়। এখন মনে হয় তাকে যদি বিয়ে না করাতাম! সে ক্রিকেটার না হলেও ভালো হতো। তাহলে এখন আর এসব সমস্যায় পড়তে হতো না।'

অনিরুদ্ধসিং এও দাবি করেন, 'বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সে (রিভাবা) আমাকে বলেছে, সবকিছু তার নামে লিখে দিতে হবে। এটা নিয়ে পরিবারে কলহ তৈরি করে সে। সে পরিবারের অংশ হতে চায়নি, স্বাধীন জীবন চেয়েছে। আমার কিংবা ন্যয়নাবার (জাদেজার বোন) ভুল হতে পারে কিন্তু আপনি বলুন তো, আমার পরিবারের ৫০ জন সদস্য কি একসঙ্গে ভুল করতে পারে? পরিবারের কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই শুধু ঘৃণা ছাড়া। আমি কোনো কিছু লুকাতে চাই না। গত পাঁচ বছর নিজের নাতনির মুখও দেখিনি।'

পরবর্তীতে সেই সাক্ষাৎকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। যা দেখে নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে জবাব দিয়েছেন জাদেজা। গুজরাটি ভাষায় তিনি লিখেছেন, 'সাজানো সাক্ষাৎকারে কী বলা হলো, আসুন সেসব বর্জন করি। সন্দেহজনক সাক্ষাৎকারে যা কিছু বলা হয়েছে সেসব অর্থহীন এবং মিথ্যা। সেগুলো একপক্ষীয় মন্তব্য, যা আমি অস্বীকার করি। আমার স্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টাটা অনুচিৎ এবং নিন্দনীয়। আমারও অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু সবার সামনে সেগুলো না বলাই ভালো।'

ব্রাজিলকে কাঁদিয়ে অলিম্পিকে আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলকে কাঁদিয়ে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত করল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, দারুণ শুরুর পরেও ছিটকে পড়ল অলিম্পক আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে হলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি জিততেই হতো আর্জেন্টিনাকে। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিলেন ফরোয়ার্ড লুসিয়ানো গুন্দো।

ঘড়ির কাঁটায় ম্যাচের বাকি তখন মাত্র ২২ মিনিট। আর্জেন্টিনা শিবিরে তখন গভীর উদ্বেগ। কেননা, দীর্ঘ ৭৮ মিনিট ব্রাজিল রক্ষণভাগ যেভাবে আগলে রেখেছে, তাতে অলিম্পিকে যাওয়ার দৌড়ে তারাই এগিয়ে থাকার কথা। কিন্তু হঠাৎ ডিবক্সের অনেকটা বাইরে থেকে একটি মাপা ক্রস শট নিলেন ব্রাইটনে খেলা আর্জেন্টাইন তরুণ ভ্যালেন্টিন বার্কো। অনেকটা দৌড়ে এসে তাতে মাথা ছোঁয়ালেন ফরোয়ার্ড লুসিয়ানো গুন্দো। তাতেই ভাঙল ব্রাজিলের রক্ষণ। আর ওই ৭৮তম মিনিটের গোলটাই আর্জেন্টিনাকে এনে দেয় প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট।

অন্যদিকে ম্যাচটি ড্র হলেও আশা বাঁচিয়ে রাখতে পারত ব্রাজিল। ভেনেজুয়েলার মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের মাহাত্ম্য তাই কোনওভাবেই কম ছিল না। মর্যাদার এই ম্যাচে জয়ের মধ্য দিয়ে তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পায় আর্জেন্টিনা। আর তাতেই নিশ্চিত হয় প্যারিসের টিকিট। তাদের সঙ্গী হচ্ছে প্যারাগুয়ে।

ব্রাজিল দারুণ শুরু করলেও ম্যাচের প্রায় পুরোটা সময়েই আধিপত্য দেখিয়েছে আর্জেন্টাইন তরুণরা। ১৫ মিনিটেই গোল পেতে পারত তারা। অধিনায়ক থিয়াগো আলমাদার দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোলবারে লেগে ফিরে এলে হতাশ হতে হয় আর্জেন্টিনাকে। এর আগ পর্যন্ত কোনও সুযোগই করা হয়নি ব্রাজিলের। ১৮ মিনিটে তারা প্রথম শট নেয় গোলমুখে। যদিও সেটি টার্গেটে ছিল না। ব্রাজিল ম্যাচের সেরা সুযোগ পেয়েছে ৬০ এবং ৬২ মিনিটে। প্রথম গ্যাব্রিয়েল পেককে হতাশ করেছেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক ব্রেই। দুর্দান্ত সেভে সুরক্ষিত রাখেন আর্জেন্টিনার অলিম্পিক খেলার স্বপ্ন। মিনিট দুয়েক পরেই জন কেনেডিকেও হতাশ করেন তিনি। পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনার আধিপত্য চোখে পড়ার মতো। হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানোর আর্জেন্টিনা বল দখলে রাখে ৬১ শতাংশ এবং শট নেয় ১৪টি। ধারাবাহিকতার সুবাদেই ৭৮ মিনিটে পেয়ে যায় মহামূল্যবান সেই গোল। তাতেই বাদ পড়েছে অলিম্পিকের বর্তমান স্বর্ণপদক পাওয়া দলটি। ২০১৬ ও ২০২০ অলিম্পিকে স্বর্ণ জিতেছিল ব্রাজিল।

জিরোনাকে গুঁড়িয়ে শীর্ষস্থান পোক্ত করল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের সেরা দলের লড়াইয়ে জিরোনার বিপক্ষে জয়ের হাসি হেসে শীর্ষস্থান পোক্ত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। নিজেদের মাঠে জিরোনাকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তারা।

সান্তিয়াগো বের্নাব্যুতে জিরোনা একদমই পাত্তা পায়নি। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই ভিনিসিয়ুসের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ফেদে ভালভার্দের পাস থেকে প্রতিপক্ষের দুই ফুটবলারকে কাটিয়ে গোলটি করেন ভিনিসিয়ুস। ৩৫তম মিনিটে গোলের জোগানদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। তার পাস থেকে দারুণ শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুড বেলিংহ্যাম। বিরতির পরও গোলের চেষ্টায় কোনো কমতি রাখেননি ভিনিসিয়ুস। ৫৪তম মিনিটে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোলের জন্য নিচু শট নেন তিনি। কিন্তু তা জিরোনা গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি শটে ঠিকই নিজের দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেন বেলিংহ্যাম। ৬১তম মিনিটে ভিনিসিয়ুসের অ্যাসিস্টে এবার দলের চতুর্থ গোলটি করেন স্বদেশি রদ্রিগো। শেষ দিকে ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল আদায় করতে পারেননি হোসেলু।

এই জয়ে জিরোনার চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে গেল কার্লো আনচেলত্তির দল। ২৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা।

সান্তোসে ফিরছেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সান্তোস থেকে বার্সেলোনা, এরপর পিএসজি হয়ে নেইমার এখন সৌদি ক্লাব আল হিলালে। এর মধ্যেই গুঞ্জন ওঠে নেইমারকে দলে রাখতে চায় না আল হিলাল। ব্রাজিলিয়ান এই তারকা নিজেও নাকি সৌদি আরবের ফুটবলে আর থাকতে চান না। এমনও গুঞ্জন আছে, নেইমার নাকি ফিরতে চান তার ছেলেবেলার ক্লাব সান্তোসে। সম্প্রতি চোটাক্রান্ত থাকায় ব্রাজিলে পুনর্বাসনে আছেন নেইমার। ব্যস্ততা না থাকায় বুধবার ব্রাজিলের ঘরোয়া লিগ সান্তোস বনাম করিন্থিয়ান্স ম্যাচ দেখতে যান তিনি। সেই ম্যাচের পরই নেইমারের সান্তোস গমনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন ক্লাব সভাপতি টিসেরা। তিনি বলেন, 'তার (নেইমার) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছে। যদিও সংক্ষিপ্ত কথাই বেশি ফলপ্রসু হয়। এখানে (সান্তোস) খেলতে হলে, তার আগে ভালোভাবে সুস্থ হতে হবে।'

বেশ আলোড়ন তুলে সান্তোস থেকে নেইমার যখন বার্সেলোনা আসে, তখন কাতালান ক্লাবটিতে ছিল তারকার ছড়াছড়ি। মেসি-সুয়ারেজদের সঙ্গে নেইমারকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগ, যাকে বলা হত 'এমএসএন' নামে। কিন্তু ২০১৭ সালে ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে নাম লেখানোর পর থেকেই নেইমারের পারফরম্যান্সের গ্রাফ নিম্নমুখী! চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আশায় নেইমারকে চড়া মূল্যে নিয়েও কাজে লাগেনি পিএসজির। যে কারণে শেষ দিকে নেইমারকে দুয়োও শুনতে হয়েছে পিএসজির সমর্থকদের কাছ থেকে।

পিএসজি থেকে আল হিলালে গিয়েও শান্তি নেই নেইমারের। দলটির হয়ে মাত্র ৫ ম্যাচ খেলার পরই চোটে পড়েন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এখনো মাঠে ফিরতে পারেননি। গুঞ্জন আছে, চোটজর্জর নেইমারকে দলে টেনে উল্টো বিপদে পড়েছে আল হিলাল। তাই সৌদি ক্লাবটিও নেইমারকে আর রাখতে চায় না।

বায়ার্নকে উড়িয়ে চমক দেখাল লেভারকুসেন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বুন্দেসলিগায় টানা ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু 'কোথা থেকে উড়ে এসে' তাদের টানা দ্বাদশ শিরোপা জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো বায়ার লেভারকুসেন। অথচ এই লেভারকুসেনকে ডাকা হতো 'নেভারকুসেন' নামে। কারণ কখনোই লিগের চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা। কিন্তু তুলনায় 'অখ্যাত' এই ক্লাবই গতকাল ঘরের মাঠে বায়ার্নকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে গেল অনেকটাই। লিগে এর আগের দেখায় দুই দলের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। বায়ার্নের ঘরের মাঠ অ্যালিয়েঞ্জ অ্যারেনা থেকে ড্র নিয়ে ফিরলেও পরের রাউন্ডে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল লেভারকুসেন। এরপর অবশ্য মাইনৎসকে হারিয়ে ফের শীর্ষে ওঠে তারা। সেই থেকে চার মাসের বেশি সময় ধরে শীর্ষেই আছে জাভি আলোনসোর দল।

গতকাল নিজেদের মাঠ বে অ্যারেনায় বায়ার্নকে শুরুর দিকেই চমকে দিয়ে এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ১৮তম মিনিটে গোলটি করেন বায়ার্ন থেকেই ধারে খেলতে আসা ইয়োসিপ স্তানিসিচ। জার্মান মিডফিল্ডার রবার্ট আন্দ্রিখের ক্রসে গোল করার পর অবশ্য বায়ার্নের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এই ক্রোয়াট ফুটবলার।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে ফের এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ৫০তম মিনিটে নাইজেরিয়ান উইঙ্গার নাথান তেল্লার পাস থেকে বল পেয়ে লক্ষ্যভেদ করেন স্প্যানিশ লেফট উইংব্যাক অ্যালেক্স গ্রিমালদো। এরপর যোগ করা সময়ে নিজেদের রক্ষণ ছেড়ে ওপরে উঠে আসেন বায়ার্নের প্রায় সব খেলোয়াড়। সেই সুযোগে দূরপাল্লার শটে ফাঁকা পোস্টে বল পাঠান জেরেমি ফ্রিমপং।

২১ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট লেভারকুসেনের। সমান ম্যাচে বায়ার্নের সংগ্রহ ৫০ পয়েন্ট। তিনে থাকা স্টুটগার্টের সংগ্রহ ৪০ পয়েন্ট।

ম্যান সিটির পক্ষে ফের ট্রেবল জয় অসম্ভব, স্বীকারোক্তি গার্দিওলার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত মৌসুম রূপকথার মতো কেটেছে ম্যানচেস্টার সিটির। ট্রেবল জয়ের ইতিহাস গড়েছে তারা। তবে এই মৌসুমেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা দেখেন না পেপ গার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটি কোচের মতে, পিঠেপিঠি দুই মৌসুমে ট্রেবল জয়ের কাজ অসম্ভবের কাছাকাছি। তিনি বরং যতটা সম্ভব লড়াই করে যেতে চান শিরোপার জন্য।

গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে স্বপ্নের ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়ে ম্যানচেস্টার সিটি। ইংলিশ ক্লাবগুলির মধ্যে এই ত্রয়ী জয়ের নজির আগে ছিল কেবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে তারা যেটি করেছিল ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে।

চলতি মৌসুমেই এখনও দাপটেই ছুটে চলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। গত মৌসুমের মতোই শুরুতে একটি বিবর্ণ থাকলেও মৌসুমের পরের ধাপে নিজেদের ধার ফিরে পেতে শুরু করেছে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও এফএ কাপে তারা টিকে আছে ভালোভাবেই। প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ধরে রাখার পথেও তাদের অবস্থান শক্তই আছে।

তাদের যে স্কোয়াড, যতটা তারকায় সমৃদ্ধ তারা, গার্দিওলা দলকে যেভাবে পরিচালনা করেন, তাতে এই মৌসুমেও তাদের ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সিটি কোচ একরকম উড়িয়েই দিলেন সেই সম্ভাবনা।

গার্দিওলা বলেন, এটা হবে রূপকথার মতো্ কিংবা এর চেয়েও বড় কিছু। আমাদের আপাতত ভাবনা এভারটনকে হারানো এবং এরপর দেখব সামনে কী অপেক্ষায়। ৯৯.৯৯ শতাংশ সম্ভাবনা আছে যে, আমরা এবার ট্রেবল জিততে পারব না, কারণও কোনো দল এখনও পর্যন্ত্ এখনও পর্যন্ত্ কখনোই, কখনোই্ কখনোই এটা করতে পারেনি।

তিনি জানান, এটা যদি এতই সহজ হতো, তাহলে অন্য কোনো দল্ ওই সময়ের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড্ এটা করতে পারত। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। এই আঙিনায় সবকিছু এত কঠিন যে, আগে আমরা কী করেছি, সেটা থেকে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা মেলে না। প্রতি তিন দিন পরপর সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি করে যেতে হয় একদম মৌসুমের শেষ পর্যন্ত।

আপাতত তিন শিরোপায় না তাকিয়ে লড়াই করে যেতে চান গুয়ার্দিওলা। মৌসুমের আসল সময়টা যত এগোবে, দলের ভেতর লড়াইয়ের ক্ষুধাটা অটুট দেখতে চান তিনি। তার মতে- আশা করি মার্চ ও এপ্রিলে একই তাড়না নিয়ে ছুটতে পারব এবং মে মাসে শিরোপার জন্য লড়াইয়ে থাকব। এটিই আমাদের লক্ষ্য।

গার্দিওলার জন্য বড় স্বস্তি, দীর্ঘ চোট কাটিয়ে আবার মাঠে ফিরেছেন দলের প্রাণভ্রোমরা মিডফিল্ডার কেভিন ডে ব্রুইনে ও মূল গোল স্কোরার আর্লিং হলান্ড। তারা দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আরেকবার তুলে ধরলেন সিটি কোচ।

তিনি জানান, ৬০ গোল করা একজন ফুটবলার যখন দলে ফেরে, অবশ্যই তা দলকে জেতাতে সহায়তা করে। অসংখ্য গোল করা ও গোলে সহায়তা করার মতো ফুটবলার যখন দলে থাকে, তা দলকে জেতায়। এটা বোঝার জন্য তো আর হার্ভার্ড বা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে হয় না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR